জন্য এক পয়সাও খরচ হয়নি। ওই একই ধরনের আরও একটি আবেদনে, ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার কত টাকা খরচ করেছে তা জানতে চাওয়া হয়। দফতর উত্তরে জানিয়েছে, রাজ্য সরকার ফি বছরে মোট ২৫ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করেছে। তবে 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' বিজ্ঞাপনের জন্য খরচের পরিমাণ তারা আলাদা করে দিতে পারছে না, কারণ তাদের কাছে নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনগুলির জন্য কোনও খরচের হিসেব আলাদা করে রাখা হয়নি। আর তথ্যের অধিকারের বিজ্ঞাপনের বিষয়ে তারা জানিয়েছে, এটা রাজ্য সরকারের পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিফর্ম বিভাগের দায়িত্বে। কিন্তু এই বিষয়ে তারা কোনও আর্থিক বরাদ্দ করেনি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারের প্রত্যেকটি দফতরকে তথ্য সূচিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, যাতে তা সহজেই পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে কম্পিউটারে সংরক্ষিত করা যায়। কিন্তু যে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দেখভাল করেন, তারই যদি এমন হাল হয়, তবে অন্য দফতরগুলির কী অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়। আবার পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম দফতরও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। তাদের অবস্থা তথৈবচ। (২) সম্প্রতি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৮-এ নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং জেলা পরিষদের সভাপতিদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে ২০০৮-এর অক্টোবরের মধ্যে। যার মধ্যে তথ্যের অধিকার নিয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এটা খুবই শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গুটিকয়েক ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও কোনও পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক কোনও স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা করেনি। (৩) জাতীয় স্তরে কিছু খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল এই আইনের সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করলেও, রাজ্যস্তরের গণমাধ্যম এই আইন সম্পর্কে খুব কমই প্রচার করেছে। আইনটির যেটুকু প্রচার হয়েছে বা এর সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলিকে দেওয়া যায়।

তথ্যের আবেদন ফি: (১) তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত কাজে যারা অগ্রণী রাজ্য, তারা হয় নগদে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এর মাধ্যমে অথবা চেক-এ আবেদন ফি জমা নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরে তথ্যের জন্য আবেদনে উপরের পদ্ধতি ছাড়াও, পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমেও আবেদন-ফি জমা নেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে আবেদন-ফি জমা দিতে হত কেবল কোর্ট ফি বা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে। এটা তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী ছিল বড় একটি বাধা। কারণ কোর্ট ফি পাওয়া যায় কোর্টে। সেখান থেকে সংগ্রহ করতে গেলে, বেশ কিছু খরচ করতে হত আবেদনকারীর যাতায়াত বাবদ। গ্রামে এই সমস্যা আরও প্রকট। কারণ ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরে এই কোর্ট ফি পাওয়া যায়। তবে আবেদনকারীকে তা কিনতে হত স্থানীয় দালালদের কাছ থেকে, বেশি দামে। এছাড়া সদর কোর্টে গ্রাম থেকে যাতায়াত ও খাওয়ার জন্য খরচ লাগে। ফলে ইচ্ছে থাকলেও, অনেকেরই আবেদন করা হয়ে উঠতো না। এ নিয়ে বিভিন্ন নাগরিক সংস্থা আন্দোলন চালাচ্ছিল। এমনকী হাইকোর্ট, কোর্ট ফি সংক্রান্ত একটি আবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার ও তথ্য কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছিল, কোর্ট ফি তুলে তার বদলে অন্যভাবে (নগদে, ব্যাঙ্ক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে তথ্যের অধিকারের আবেদনের) ফি নেওয়ার ব্যবস্থায় কোনও আপত্তি আছে কি না। সেখানে কোনও পক্ষই কোনও আপত্তির কথা জানায়নি। কিন্তু ২০০৮-এর অক্টোবর মাস অবধি এটা নিয়ে সরকার কোনও উদ্যোগও নেয়নি। গত ১১.১১.২০০৮-এ রাজ্য সরকার, 'রাজ্য তথ্যের অধিকার রুল, ২০০৬' সংশোধন করে। ফলে এখন থেকে আবেদন-ফি জমা দেওয়া যাবে কোর্ট-ফি-সহ পোস্টাল অর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাফট, ব্যাঙ্কার্স চেক-এর মাধ্যমে। এছাড়া ১০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারেও আবেদন করা যাবে। তথ্য পাওয়ার জন্যও ফি জমা দেওয়া যাবে পোস্টাল অর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাফট, ব্যাঙ্কার্স চেক-এর মাধ্যমে। কিন্তু নগদে আবেদন-ফি বা তথ্যের জন্য ফি জমা করার কোনও ব্যবস্থা নেই। নগদে দিতে গেলে, নাগরিককে ট্রেজারিতে বা যেখানে ট্রেজারি চালান কাটা হয় সেইসব অফিসে, নির্দিষ্ট শিরোনামে জমা করতে হবে। তারপর ওই চালান দেখিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

তথ্যের অধিকার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, এক একটি আবেদন একটি গোটা দফতর বা মন্ত্রককে কীভাবে নাড়িয়ে দিতে পারে। সিঙ্গুরে টাটার সঙ্গে চুক্তি কোনও আইনে বা কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে প্রকাশ করা যায়নি। কিন্তু দু'দিনের জন্য হলেও, এই চুক্তির বেশ কিছু অংশ প্রকাশ হয়েছিল তথ্যের অধিকার আইন মারফতই। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের কাজ নিয়ে জানতে চাওয়া আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, বহুদিন পর মুখ্যমন্ত্রী এই পর্ষদ নিয়ে বৈঠক করতে বাধ্য হয়েছেন, নতুন করে কিছু পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছে।

এরকম উদাহরণ আরও অনেক আছে আর সেই কারণে মনে হয়, অনুনয়-বিনয়ের দিন শেষ হয়েছে। বোঝা গিয়েছে এভাবে হবে না। এবার সময় এসেছে তথ্যের অধিকারের চাবুক প্রয়োগ করার। প্রিয় সহনাগরিক আপনার এক একটি আবেদন এই চাবুকের এক একটি আঘাত হিসেবে প্রয়োগ হোক। আপনি নিজে, আপনার জন্য, সমাজের উন্নয়নের জন্য, প্রয়োজনীয় তথ্যের দাবি করুন। আপনার পরিচিতদের এই কাজে উদ্বুদ্ধ করুন। এভাবেই ভেঙে যাক সরকারি গোপনীয়তার সংস্কৃতির আগল।

— লেখক বেসরকারি সংগঠন 'সার্ভিস সেন্টারে'র প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক।